শ্রীরাধাকান্ত দেব কর্তৃক সংগৃহীত

সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ

সম্পাদনা

সৌম্য ভট্টাচার্য

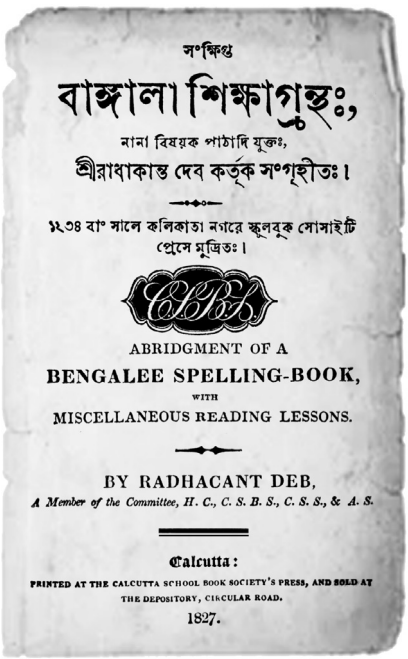
সংক্ষিপ্ত
বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থঃ,
নানা বিষয়ক পাঠাদি যুক্তঃ,
শ্রীরাধাকান্ত দেব কর্তৃক সংগৃহীতঃ।
১২৩৪ বাং সালে কলিকাতা নগরে স্কুলবুক সোসাইটি প্রেসে মুদ্রিতঃ।
ABRIDGMENT OF A
BENGALEE SPELLING-BOOK,
WITH
MISCELLANEOUS READING LESSONS.
BY RADHACANT DEB,
A Member of the Committee, H. C., C. S. B. S., C. S. S., & A. S.
Calcutta:
PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD AT THE DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1827.

পুনশ্চ

সূচী

কৈফিয়ত	.....	০৭
ভূমিকা	.....	০৯
মূলবই	.....	৪৭
পরিশিষ্ট ১	মানোয়াল দ্য আসুম্পসাঁউ এর বইয়ের প্রথম পাতা	১৬৩
পরিশিষ্ট ২	কেরীর ব্যাকরণ বইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রথম পাতা ও কেরীর লিখিত ভূমিকা	১৬৫
পরিশিষ্ট ৩	র‍্যাপিড স্কেচ শীর্ষক রাধাকান্তের জীবনির প্রথম পাতা	১৬৯
পরিশিষ্ট ৪	'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক' বইয়ের বিজ্ঞাপন ও রাধাকান্তের বক্তব্য	১৭১
পরিশিষ্ট ৫	'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থের* বিজ্ঞাপন	১৭৩
পরিশিষ্ট ৬	জেমস লঙের ক্যাটালগে বর্ণিত *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ* সংক্রান্ত বক্তব্য	১৭৫

কৈফিয়ত

পুরোনো বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে একটি প্রকল্পের কাজের সূত্রে অন্যান্য নানা বইয়ের পাশাপাশি রাধাকান্ত দেবে'র বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রাথমিক খোঁজখবর শুরু। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল ১৮২১-এ প্রকাশিত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ, যা বর্ণপরিচয়ের আগের যুগে পাঠশালায় বাঙালি ছাত্রের অন্যতম পাঠ্য ছিলো, তা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ১৮২৭-এ এই বইয়ের আরো একটি ছাত্রোপযোগী সংস্করণ বেরোয়, *সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ* নামে। সেই বইটিরও বর্তমানে আর খোঁজ পাওয়া যায় না। তারপর কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডিরত অনুজপ্রতিম গবেষক সন্দীপ মুন্সীর সঙ্গে আলোচনার সূত্রে তাঁকে এই বইটির বিষয়ে জানিয়েছিলাম। পরবর্তীতে তাঁর সৌজন্যে লন্ডনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরী থেকে *সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে*-র একটি কপি, আমার হাতে আসে। সন্দীপের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই বলতে পারি, তাঁকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ দেওয়া, আমাদের এতোদিনের সম্পর্ককেই ছোটো করার সামিল। এই বই, প্রকাশের আলো দেখার পিছনে তাঁর কৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়। তারপর বছর দুয়েকের নানাবিধ চর্চা ও তর্কের পর বইটির একটি ভূমিকা লেখা গেছে। বইটির বিবিধ দিক ভূমিকায় আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কতোটা পারা গেল, পাঠকই বিচার করবেন। নিশ্চিত অনেক কথা না বলা থেকে গেলো, যা ভবিষ্যতের তর্কে উঠে আসবে, আশা রাখি। সেই বলতে না পারার অক্ষমতা কেবলই আমার। পাঠক তার নিজগুণে সেই অক্ষমতা ক্ষমা করবেন, জানি। শেষে মোট ছ'টি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে, যেখানে ২২শে এপ্রিল, ১৮০১-এ লেখা কেরীর ব্যাকরণ বইয়ের ভূমিকা সহ আরো কিছু মূল বইয়ের প্রথম পাতার ছবি ফ্যাক্সিমিলি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত দুজনের কথা উল্লেখ করতে চাই, যাঁদের ক্লান্তিহীন, নিরন্তর উৎসাহ ছাড়া, এই কাজ করা হয়ত কঠিন হতো। প্রথমজন আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক আব্দুল কাফি। নানাবিধ তর্কে উৎসাহিত করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। দ্বিতীয়জনের কাছে আমি ক্লাসে না পড়লেও তার কাছে প্রতিদিনই ভাষাবিজ্ঞানের নানা পাঠ শিখে চলি, অধ্যাপক সমীর কর্মকার। ঘটনাচক্রে দুজনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁদের কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অর্পণকে। সে নানা সময়ে তথ্য সংগ্রহ সহ বিভিন্ন ধরণের সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক সন্দীপ বাবুকে; বইটিকে সুচারুভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর উৎসাহ কিছু কম নয়। আমার দীর্ঘসূত্রী স্বভাবকে তিনি হাসি মুখেই মেনে নিয়েছেন। শেষে এইটুকু বলতে পারি, এই বইটি আমাদের উনিশ শতক পাঠে তদুপরি বাঙালির 'হয়ে ওঠা'র ইতিহাসে যদি সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ভূমিকাটুকু পালন করতে পারে, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক জানবো।

সৌম্য ভট্টাচার্য

ভূমিকা

বাংলা ব্যাকরণ চর্চার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছর হলেও বাংলা ব্যাকরণ সেই তুলনায় কিন্তু অর্বাচীন। যদিও প্রথম জমানায় যে বাংলা ব্যাকরণগুলি লেখা হয়েছিল, মূলত তা ছিল সংস্কৃত অনুসারী। কিন্তু কেন? স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বাংলায় সাহিত্যচর্চা বহু আগে শুরু হলেও, তার ব্যাকরণচর্চায় এতো দেরি কেন? এর উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় ঢোকার চেষ্টা করতে পারি। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে ব্যাকরণ চর্চার ধারা সুপ্রাচীন, সন্দেহ নেই। আর্য আগমনের পর বৈদিক ভাষায় ভাষা বিষয়ক ছটি বেদাঙ্গ, শিক্ষা ও ব্যাকরণের মধ্যেই খুব সম্ভবত প্রথম সুসংহত ভাষাচর্চার নিয়মনিষ্ঠ ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন তৈরি হয় যে, ব্যাকরণ চর্চার আদি প্রয়োজন কী? ভাষার যে মান্য-শুদ্ধ রূপ তাকে রক্ষা করতেই মানুষ ব্যাকরণচর্চায় রত হয়েছে। যদিও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় তথাকথিত মান্য-শুদ্ধ ভাষা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক, আদৌ কোনো ভাষার শুদ্ধরূপ হয় কিনা, মান্যভাষা কী কী শর্তে শেষ অবধি মান্য হয়ে ওঠে, বিতর্ক রয়েছে তা নিয়েও। সেই বিতর্ককে এখানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এইটুকু স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে আমরা ভাষার শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিষয়ে কোনোরকম সংস্কারে আবদ্ধ নই। ভাষার চলন অবিরাম, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সেই চলনকে নানা আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করে। অন্যদিকে শুদ্ধ-অশুদ্ধের ভাবনার সঙ্গে ভাষার ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জড়িয়ে থাকে। আমরা যে সময় নিয়ে চর্চা করছি, সেই সময়ে এই বিতর্ক ওঠার সুযোগ ছিল অল্প। তাই মান্যায়নের বিষয়ে এই বিতর্কগুলোকে আপাতত পাশে সরিয়ে রেখে প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

ব্যাকরণের যে নির্দেশাত্মক (Normative) রূপ সাধারণভাবে গড়ে উঠেছে, সেই নির্দেশগুচ্ছের মধ্যে পূর্বোক্ত 'শুদ্ধতা' রক্ষার উদ্দেশ্যই নিহিত। বৈদিক ভাষা থেকে ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরেই, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয়

আর্যভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষাতে ব্যাকরণ চর্চার ধারা বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। ভর্তৃহরি, কাত্যায়ন, পাণিনি, বররুচি, ব্যোপদেব, চন্দ্রগোমী, সর্ববর্মা- ভারতের ব্যাকরণ চর্চার সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।[১] সেই ইতিহাসের চলনে ভারতের পূর্ব অংশও ভরপুর সামিল ছিল, বলা বাহুল্য। বঙ্গদেশে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ চর্চার ধারা লক্ষ করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণের ঐতিহাসিক, অধ্যাপক নির্মল দাশ।[২] তাঁর মতে মীর্জা খান ইব্‌ন্ ফখরুদ্দীন মুহম্মদ ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে *তুহ্‌ফুত-ল-হিন্দ* নামে ফার্সি ভাষায় ব্রজভাষার পরিচয়সূচক যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, সেটিই নব্যভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ।[৩] অধ্যাপক দাশের বইটিতে বঙ্গদেশে ব্যাকরণচর্চার প্রেক্ষিত এবং বিবর্তনের ক্রমটি সবিস্তারে বিশ্লেষণধর্মী আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছে; আমাদের আলোচনায় এ বইয়ের প্রসঙ্গ বারবার আসবে। আগ্রহী পাঠক এই পর্যায়টি বুঝতে ঐ বইটি দেখতে পারেন।

একদম শুরুর প্রশ্নে যদি ফিরে যাই, তাহলে প্রাথমিকভাবে বুঝতে হবে, হাজার বছর বয়সী বাংলা ভাষার ছাত্ররা তাহলে কী পড়তো? বাংলাভাষা শেখা ও শেখানো কতোটা তার পাঠ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল? অর্থাৎ বাংলা ভাষায় গোটা প্রাগাধুনিক যুগে নানা সংরূপে সাহিত্য চর্চা হলেও আসলে বাঙালি ছাত্র তার দৈনিক পাঠ্যাভ্যাসে কি আদৌ স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বাংলা পড়তো? কেদারনাথ মজুমদার তাঁর *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে*-এ প্রসঙ্গে বলছেন-

> ''বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল-স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এক-দুই, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ইত্যাদি। মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল-শুভঙ্করের আর্য্যা, এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা। পাঠের বিষয় ছিল-সরস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হস্তে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে ঐরূপ ভাবে বসিয়া অন্যান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিত। তার পর দাঁড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। ইহাই ছিল সে কালের পল্লিগ্রামের লেখা পড়া শিক্ষার রীতি।''[৪]

অর্থাৎ মৌখিক রীতিতে বাংলা প্রচল হলেও তাকে নিয়মানুগ ভাবে বিচার করে ভাষাশিক্ষা, ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন আয়ত্তীকরণের সুযোগ বা পরিস্থিতি কোনোটিই ছিল না। ছাত্ররা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতো, কিন্তু তা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ফলে বয়স হাজার ছুঁলেও, নব্য ভারতীয় আর্যের অন্তর্ভুক্ত এই ভাষাটির ধ্বনিতাত্ত্বিক -রূপতাত্ত্বিক-বাক্যতাত্ত্বিক প্রাথমিক নির্দেশগুচ্ছের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আঠারো শতক পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থঃ,

নানা বিষয়ক পাঠাদি যুক্তঃ,

শ্রীরাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ।

১২৩৪ বাং সালে কলিকাতা নগরে স্কুলবুক সোসাইটি
প্রেসে মুদ্রিতঃ।

ABRIDGMENT OF A

BENGALEE SPELLING-BOOK,

WITH

MISCELLANEOUS READING LESSONS.

BY RADHACANT DEB,

A Member of the Committee, H. C., C. S. B. S., C. S. S., & A. S.

Calcutta:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD AT THE DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1827.

বানান।

া	ি	ী	ু	ূ	ে	ৈ	ো	ৌ
কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কৈ	কো	কৌ
খা	খি	খী	খু	খূ	খে	খৈ	খো	খৌ
গা	গি	গী	গু	গূ	গে	গৈ	গো	গৌ
ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘে	ঘৈ	ঘো	ঘৌ
চা	চি	চী	চু	চূ	চে	চৈ	চো	চৌ
ছা	ছি	ছী	ছু	ছূ	ছে	ছৈ	ছো	ছৌ
জা	জি	জী	জু	জূ	জে	জৈ	জো	জৌ
ঝা	ঝি	ঝী	ঝু	ঝূ	ঝে	ঝৈ	ঝো	ঝৌ
টা	টি	টী	টু	টূ	টে	টৈ	টো	টৌ
ঠা	ঠি	ঠী	ঠু	ঠূ	ঠে	ঠৈ	ঠো	ঠৌ
ডা	ডি	ডী	ডু	ডূ	ডে	ডৈ	ডো	ডৌ
ঢা	ঢি	ঢী	ঢু	ঢূ	ঢে	ঢৈ	ঢো	ঢৌ
তা	তি	তী	তু	তূ	তে	তৈ	তো	তৌ
থা	থি	থী	থু	থূ	থে	থৈ	থো	থৌ
দা	দি	দী	দু	দূ	দে	দৈ	দো	দৌ

ধা ধি ধী ধু ধূ ধে ধৈ ধো ধৌ
না নি নী নু নূ নে নৈ নো নৌ
পা পি পী পু পূ পে পৈ পো পৌ
ফা ফি ফী ফু ফূ ফে ফৈ ফো ফৌ
বা বি বী বু বূ বে বৈ বো বৌ
ভা ভি ভী ভু ভূ ভে ভৈ ভো ভৌ
মা মি মী মু মূ মে মৈ মো মৌ
যা যি যী যু যূ যে যৈ যো যৌ
রা রি রী রু রূ রে রৈ রো রৌ
লা লি লী লু লূ লে লৈ লো লৌ
শা শি শী শু শূ শে শৈ শো শৌ
ষা ষি ষী ষু ষূ ষে ষৈ ষো ষৌ
সা সি সী সু সূ সে সৈ সো সৌ
হা হি হী হু হূ হে হৈ হো হৌ
ক্ষা ক্ষি ক্ষী ক্ষু ক্ষূ ক্ষে ক্ষৈ ক্ষো ক্ষৌ

কং খং গং ঘং চং ছং জং ঝং টং
কঃ খঃ গঃ ঘঃ চঃ ছঃ জঃ ঝঃ টঃ

ফলা।

্য	্র	্ন	্ল	্ব	্ম	ৃ	ৢ	
ক্য	ক্র	ক্ন	ক্ল	ক্ব	ক্ম	কৃ	কৢ	র্ক
খ্য	খ্র	খ্ন	খ্ল	খ্ব	খ্ম	খৃ	খৢ	র্খ
গ্য	গ্র	গ্ন	গ্ল	গ্ব	গ্ম	গৃ	গৢ	র্গ
ঘ্য	ঘ্র	ঘ্ন	ঘ্ল	ঘ্ব	ঘ্ম	ঘৃ	ঘৢ	র্ঘ
ঙ্য	ঙ্র	ঙ্ন	ঙ্ল	ঙ্ব	ঙ্ম	ঙৃ	ঙৢ	র্ঙ
চ্য	চ্র	চ্ন	চ্ল	চ্ব	চ্ম	চৃ	চৢ	র্চ
ছ্য	ছ্র	ছ্ন	ছ্ল	ছ্ব	ছ্ম	ছৃ	ছৢ	র্ছ
জ্য	জ্র	জ্ন	জ্ল	জ্ব	জ্ম	জৃ	জৢ	র্জ
ঝ্য	ঝ্র	ঝ্ন	ঝ্ল	ঝ্ব	ঝ্ম	ঝৃ	ঝৢ	র্ঝ
ঞ্য	ঞ্র	ঞ্ন	ঞ্ল	ঞ্ব	ঞ্ম	ঞৃ	ঞৢ	র্ঞ
ট্য	ট্র	ট্ন	ট্ল	ট্ব	ট্ম	টৃ	টৢ	র্ট
ঠ্য	ঠ্র	ঠ্ন	ঠ্ল	ঠ্ব	ঠ্ম	ঠৃ	ঠৢ	র্ঠ
ড্য	ড্র	ড্ন	ড্ল	ড্ব	ড্ম	ডৃ	ডৢ	র্ড
ঢ্য	ঢ্র	ঢ্ন	ঢ্ল	ঢ্ব	ঢ্ম	ঢৃ	ঢৢ	র্ঢ
ত্য	ত্র	ত্ন	ত্ল	ত্ব	ত্ম	তৃ	তৢ	র্ত